অভিবাসী কর্মীদের জন্য হেপাটাইটিস বি, যক্ষ্মা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল পরীক্ষা

বাংলাদেশে প্রতিটি গন্তব্য দেশের জন্য পৃথক পৃথক মনোনীত মেডিকেল সেন্টার এবং নিজস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে। তবে সাধারণভাবে, একজন সম্ভাব্য বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পেতে হলে নিম্নলিখিত মেডিকেল পরীক্ষা করাতে হয়:

হেপাটাইটিস বি (এইচবিএসএজি)	যক্ষ্মা	ভিডিআরএল (সিফিলিস)	এইচআইভি/ এইডস	এক্স-রে	সিরাম বিলিরুবিন	টিপিএইচএ	গর্ভধারণ পরীক্ষা

হিমোগ্লোবিন | ইএসআর | টিসি | ডিসি | ব্লাড গ্রুপ এবং আরএইচ | র‍্যান্ডম ব্লাড সুগার | সিরাম ক্রিয়েটিনিন | প্রস্রাব (সুগার)

[উৎস: গালফ হেলথ কাউন্সিল, এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল]

১. অভিবাসী কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রোগ এবং মেডিকেল পরীক্ষা

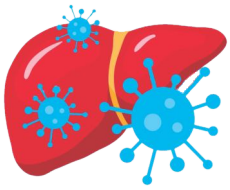

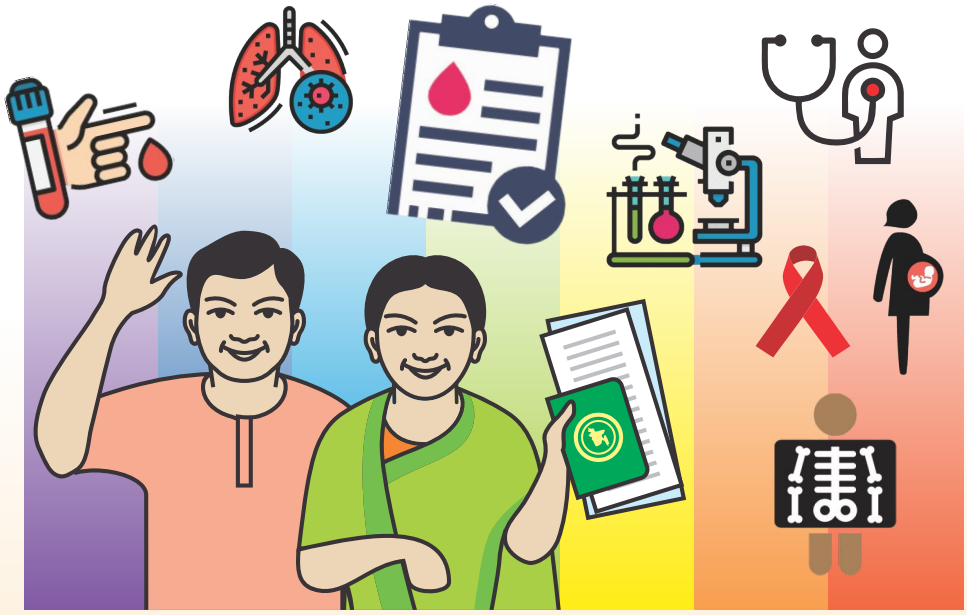

১.ক. হেপাটাইটিস বি (এইচবিএসএজি)

রোগ হিসাবে এইচবিএসএজি

হেপাটাইটিস বি একটি লিভারের সংক্রমণ যা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট এবং তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ হতে পারে। হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত কিছু লোক কেবল কয়েক সপ্তাহের জন্য অসুস্থ থাকে ("তীব্র" সংক্রমণ হিসাবে পরিচিত)। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে এই রোগটি গুরুতর, আজীবন অসুস্থতায় উন্নীত হয় যা 'ক্রনিক হেপাটাইটিস বি' নামে পরিচিত।[১]

এইচবিভি হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলোর মধ্যে একটি। অন্য ভাইরাসগুলো হলো হেপাটাইটিস এ, সি, ডি এবং ই। বেশিরভাগ হেপাটাইটিস সংক্রমণ এই ৫ টি ভাইরাসের কারণে ঘটে। এইচবিভি রক্ত, বীর্য এবং যোনি নিঃসরণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমিত হওয়ার পরে হেপাটাইটিস বি এর লক্ষণগুলো প্রকাশ হতে বেশ কয়েক মাস সময় নিতে পারে। ভাইরাসটি লিভারে সংক্রমণ ঘটায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ভাইরাসটি ৬ মাসের মধ্যে নিজ থেকেই দূর হয়ে যায়। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের ছোট একটি অংশ এবং শিশুদের ক্ষেত্রে একটি বড় অংশের এই ভাইরাসটি দূর হয় না। বিশেষত নবজাতকের ক্ষেত্রে এটি অধিক প্রযোজ্য। একে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ বলা হয়। এটি লিভারের কোষের ক্ষয়, দাগ, সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।[২]

এইচবিএসএজি পরীক্ষা

রক্তের নমুনা দিয়ে হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন (এইচবিএসএজি) পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় হাতের শিরা থেকে রক্ত আনতে একটি সুঁই ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষাটি রক্তে হেপাটাইটিস বি অ্যান্টিজেনগুলোর সন্ধান করে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (এইচবিভি) থেকে কারও সাম্প্রতিক বা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ রয়েছে কিনা তা জানতে এই পরীক্ষা করা হয়।

এইচবিভি এর পৃষ্ঠে অ্যান্টিজেন নামক প্রোটিন রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে। হেপাটাইটিস বি পৃষ্ঠের অ্যান্টিজেনগুলো সংক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রক্তে পাওয়া যায়। এগুলো হেপাটাইটিস বি সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি।

হেপাটাইটিস বি পৃষ্ঠের অ্যান্টিজেনগুলো তীব্র সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ এবং এগুলো দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণের সময়ও উপস্থিত থাকে।[৩]

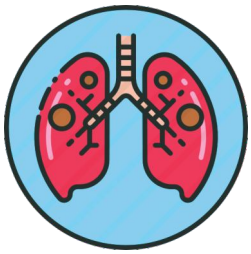

১.খ. যক্ষ্মা

রোগ হিসাবে যক্ষ্মা

যক্ষ্মা (টিবি) একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, যা আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির ক্ষুদ্র কণা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এটি প্রধানত ফুসফুসকেই আক্রান্ত করে তবে এটি পেট, গ্রন্থি, হাড় এবং স্নায়ুতন্ত্র সহ শরীরের যে কোনো অংশে আক্রমণ করতে পারে।

যক্ষ্মা একটি সম্ভাব্য গুরুতর অবস্থা, তবে এটি যদি সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তবে এটি নিরাময় করা সম্ভব।[৪]

যক্ষ্মা পরীক্ষা

দেহে টিবি ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করতে দুই ধরনের পরীক্ষা করা হয়: টিবি স্কিন টেস্ট (ম্যানটাক্স টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট-টিএসটি) এবং টিবি রক্ত পরীক্ষা (ইন্টারফেরন-গামা রিলিজ অ্যাসেস বা আইজিআরএএস)। যদি কোনও ব্যক্তিকে টিবি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়, তবে সেই ব্যক্তির সুপ্ত টিবি সংক্রমণ বা টিবি রোগ আছে কিনা তা দেখার জন্য অন্যান্য পরীক্ষা যেমন বুকের এক্স-রে এবং থুথুর নমুনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়।

টিবি রক্ত পরীক্ষা যাদের করতে হয়:

- যে লোকেরা টিবি ভ্যাকসিন ব্যাসিল ক্যালমেট - গুউরিন (বিসিজি) পেয়েছেন।
- টিএসটি-তে প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফিরতে অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিরা।[৫]

১.গ. এইচআইভি/এইডস

রোগ হিসাবে এইচআইভি/এইডস

এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস) এমন একটি ভাইরাস যা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোষগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং প্রতিদিনের সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।[৬]

এইচআইভি পরীক্ষা

তিন ধরনের পরীক্ষা হয়: নিউক্লিক এসিড পরীক্ষা (NAT), অ্যান্টিজেন/অ্যান্টিবডি পরীক্ষা এবং অ্যান্টিবডি পরীক্ষা। এইচআইভি পরীক্ষা সাধারণত রক্ত বা মুখের লালার উপর করা হয়। এই পরীক্ষা প্রস্রাবের নমুনা থেকেও করা যেতে পারে।

- NAT পরীক্ষাটি একজনের এইচআইভি আছে কিনা তা বলতে পারে বা রক্তে কতটা ভাইরাস রয়েছে তা বলতে পারে (এইচআইভি ভাইরাল লোড পরীক্ষা হিসাবে পরিচিত)।
- একটি অ্যান্টিজেন/অ্যান্টিবডি পরীক্ষা এইচআইভি অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেন উভয়েরই সন্ধান করে। কেউ এইচআইভির মতো ভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অ্যান্টিবডিগুলো রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদিত হয়। অ্যান্টিজেনগুলো হলো বহিঃস্থ উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে।
- এইচআইভি অ্যান্টিবডি পরীক্ষাগুলো রক্ত বা মুখের লালায় কেবল এইচআইভির অ্যান্টিবডিগুলোর সন্ধান করে। সাধারণত, আক্রান্ত হলে যেসব অ্যান্টিবডি পরীক্ষা শিরা থেকে নেয়া রক্ত ব্যবহার করে করা হয় তা আঙুল ফুটো করে নেয়া রক্ত বা মুখের লালা দিয়ে করা পরীক্ষার চেয়ে আগে এইচআইভি সনাক্ত করতে পারে।[৭]

১.ঘ. সিফিলিস

রোগ হিসাবে সিফিলিস

সিফিলিস 'ট্রেপোনিমা প্যালিডাম' নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি যৌন রোগ। যদি কোনও ব্যক্তি সরাসরি সিফিলিটিক ক্ষত (চ্যাঙ্কার) এর সংস্পর্শে আসে তবে এটি ছড়িয়ে পড়ে। এটিতে তিনটি সম্ভাব্য পর্যায় রয়েছে, যেগুলো হলো প্রাথমিক সিফিলিস, সেকেন্ডারি সিফিলিস এবং দেরি বা তৃতীয় স্তর সিফিলিস।[৮]

ভিডিআরএল পরীক্ষা

ভিনিরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ ল্যাবরেটরি (ভিডিআরএল) পরীক্ষাটি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় যে কোনও ব্যক্তি সিফিলিস সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রামিত হয়েছে কিনা, যা যৌনবাহিত রোগ। পরীক্ষাটি 'ট্রেপোনিমা প্যালিডাম' ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডিগুলোর উপস্থিতি শনাক্ত করে। এই পরীক্ষাটি কেবলমাত্র নির্দেশক এবং যদি পজিটিভ হয়, তবে সুনির্দিষ্টভাবে সিফিলিস নির্ণয় করার জন্য এর সাথে একটি রক্ত পরীক্ষাও করতে হয়।[৯]

টিপিএইচএ

সিফিলিসের বিরুদ্ধে রক্তে অ্যান্টিবডিগুলো শনাক্ত করতে ট্রেপোনমা প্যালিডাম হিমাগলুটিনেশন (টিপিএইচএ) পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়।[১০]

২. অভিবাসী কর্মীদের জন্য অন্যান্য মেডিকেল পরীক্ষা, যা প্রত্যক্ষভাবে রোগের সাথে যুক্ত নয়

২.ক. এক্স-রে

এক্স-রে হলো একটি দ্রুত এবং ব্যথাহীন প্রক্রিয়া যা সাধারণত শরীরের অভ্যন্তরের চিত্র তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।[১১] প্রকৃতপক্ষে সম্ভাব্য টিবি এবং/অথবা ফুসফুসের ক্ষত নির্ণয় করার জন্য সব গন্তব্য দেশের সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর বাধ্যতামূলক মেডিকেল পরীক্ষায় বুকের একটি এক্স-রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.খ. সিরাম বিলিরুবিন পরীক্ষা

বিলিরুবিন হলুদ রঞ্জক যা প্রত্যেকের রক্ত এবং মল-এ থাকে। বিলিরুবিন রক্ত পরীক্ষা দেহে বিলিরুবিনের মাত্রা নির্ধারণ করে।[১২]

২.গ. গর্ভধারণ পরীক্ষা

যদি কোনও নারী একটি মাসিক মিস করে এবং সম্প্রতি অরক্ষিত যৌন মিলনে মিলিত হয়, তবে তিনি গর্ভবতী হতে পারেন। গর্ভাবস্থা পরীক্ষা মাসিক মিস করার প্রথম দিন থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।[১৩]

৩. কেন অভিবাসনের পরিপ্রেক্ষিতে হেপাটাইটিস বি সচেতনতা, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ?

৩.ক. সম্ভাব্য বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী এবং হেপাটাইটিস বি

দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, বিশেষত, বাংলাদেশে এইচবিভির প্রবণতা বাড়ার কারণে।[১৪]

হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (এইচবিভি) সারা বছরই বাংলাদেশে ছড়াতে থাকে। এটি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা (এইচসিসি) থেকে শুরু করে উপসর্গবিহীন তীব্র হেপাটাইটিস সহ লিভারের বিস্তৃত রোগের কারণ হতে পারে।[১৫]

বাংলাদেশ, ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সাথে একত্রে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণের মাঝারি সংক্রমণের দেশ হিসাবে স্বীকৃত।[১৬]

এইচবিভি পরীক্ষাটি বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরীক্ষাটি সব গন্তব্য দেশের জন্য বাধ্যতামূলক মেডিকেল পরীক্ষার অংশ। যদি কোনও অভিবাসী কর্মী এইচবিভি পজিটিভ বলে প্রমাণিত হয় তবে তিনি অভিবাসী কর্মী হিসাবে গন্তব্যে দেশে যেতে পারবেন না। সুতরাং, অভিবাসী কর্মীদের এইচবিভি এবং এর সংক্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

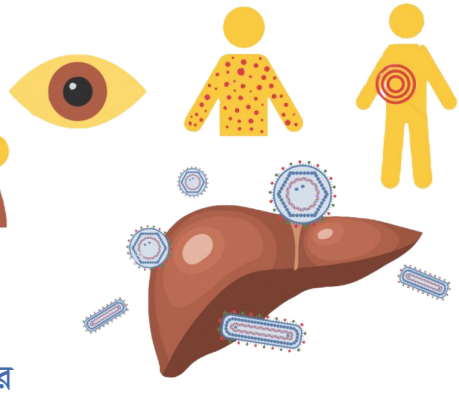

৩.খ. বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীদের হেপাটাইটিস বি হওয়ার ঝুঁকি

১. বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীরা পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মানের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হন।

২. উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী ডায়াবেটিস, চর্মরোগ সংক্রান্ত সমস্যা, শারীরিক ব্যথা এবং দুর্বলতা, চক্ষু ও কানের সমস্যা, হৃদরোগ, লিভার, ফুসফুস এবং কিডনির সমস্যা, আলসার, টিউমার, হেপাটাইটিস বি, এইচআইভি এবং ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগে ভোগেন।

৩. গরম এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে চরম পরিবর্তনের ফলে চর্মরোগ এবং পানিশূন্যতা সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। অভিবাসীরা ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস বি এবং সি তে প্রায় নিয়মিত ভোগেন এবং এগুলো জনাকীর্ণ থাকার ব্যবস্থা ও অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে আরও বেড়ে যায়।[১৭]

৩.গ. হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ

হেপাটাইটিস বি সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরের রক্ত, বীর্য বা শরীরের অন্যান্য তরল থেকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রমণ হয় যেভাবে:

- জন্ম (সংক্রমিত মা থেকে জন্মের সময় তার শিশুর কাছে ছড়িয়ে পড়ে);
- সংক্রমিত সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক;
- একই সুচ, সিরিঞ্জ বা ড্রাগ প্রস্তুতের সরঞ্জাম বহুজন ব্যবহার;
- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত টুথব্রাশ, রেজার বা চিকিৎসা সরঞ্জাম (গ্লুকোজ মনিটর) ব্যবহার;
- সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত বা খোলা ঘা এর সাথে সরাসরি সংস্পর্শ; এবং
- সূচ বা অন্যান্য ধারালো যন্ত্রের মাধ্যমে সংক্রমিত ব্যক্তির রক্তের সাথে সংস্পর্শ।

হেপাটাইটিস বি খাবার বা পানির মাধ্যমে; খাওয়ার পাত্র ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে; বুকের দুধ খাওয়ার মাধ্যমে; চুম্বন, কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে ছড়ায় না।[১৮]

৩.ঘ. হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসা

হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসা নির্ভর করে আক্রান্ত ব্যক্তি কত দীর্ঘসময় আক্রান্ত ছিলেন তার উপর:

- স্বল্পমেয়াদি (তীব্র) হেপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে সাধারণত নির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, তবে লক্ষণগুলো থেকে মুক্তি পেতে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদি (দীর্ঘস্থায়ী) হেপাটাইটিস বি প্রায়শই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় যাতে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সংক্রমণের বিকাশ বন্ধ করতে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সম্ভাব্য সংস্পর্শের পরে শীঘ্রই জরুরি চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে।

৩.ঙ. জরুরি হেপাটাইটিস বি চিকিৎসা

কেউ যদি হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সংস্পর্শে আসেন তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সংক্রমিত হওয়া বন্ধ করতে, ডাক্তার যা দিতে পারেন:

- হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের একটি ডোজ- দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য আরও দুটি ডোজ পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে প্রয়োজন হবে।
- হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন - যা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ভ্যাকসিন কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিক তবে স্বল্পমেয়াদি সুরক্ষা দেয়।

হেপাটাইটিস বি'র সম্ভাব্য সংস্পর্শের পরে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দেওয়া হলে এগুলো সবচেয়ে কার্যকর, তবে কোনও ব্যক্তিকে তা সংস্পর্শে আসার এক সপ্তাহ পরেও দেয়া যেতে পারে।[১৯]

৩.চ. হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

১. হেপাটাইটিস বি একটি ভ্যাকসিন-প্রতিরোধযোগ্য রোগ। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের ১ বিলিয়নেরও বেশি ডোজ বিশ্বব্যাপী দেওয়া হয়েছে এবং শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের হেপাটাইটিস বি থেকে রক্ষা করার জন্য এটি একটি খুব নিরাপদ এবং কার্যকর ভ্যাকসিন হিসাবে বিবেচিত।

২. দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে বসবাসকারী সব যৌন সঙ্গী, পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা এবং টিকা দেওয়া উচিত।

৩. এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হেপাটাইটিস বি আকস্মিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। এটি কাশি, হাঁচি, আলিঙ্গন, রান্না এবং খাবার থেকে ছড়ায় না।

৪. এটি সংক্রমিত রক্ত এবং শারীরিক তরলগুলোর সাথে সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।[২০]

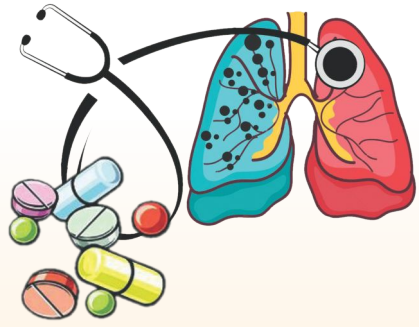

৪. বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের জন্য যক্ষ্মার সচেতনতা, পরীক্ষা ও চিকিৎসার গুরুত্ব

যক্ষ্মা (টিবি) বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি বায়ুবাহিত রোগ; সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে থুতু ও রক্তের সাথে কাশি, বুকে ব্যথা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস, জ্বর এবং রাতের ঘাম অন্তর্ভুক্ত। যদি চিকিৎসা না করা হয়, তবে যক্ষ্মা সংক্রমিত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশ একটি উচ্চ টিবি এবং এমডিআর-টিবি ঝুঁকির দেশ। এটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মা আক্রান্ত দেশগুলোর একটি। জাতীয় এমডিআর-

টিবির প্রবণতা নতুন টিবি কেসগুলোর মধ্যে ১.৬% এবং পূর্বে যক্ষ্মা চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে ২৯%।[২১]

উচ্চ যক্ষ্মা ঝুঁকির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে যক্ষ্মায় প্রতিবছর ৭৫,০০০ এরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে।[২২]

৪.ক. যক্ষ্মা চিকিৎসা

সম্ভাব্য যক্ষ্মা রোগের দ্রুত সনাক্তকরণ, দ্রুত রোগ নির্ণয়, চিকিৎসার আশু সূচনা এবং চিকিৎসার সফল সমাপ্তি যক্ষ্মা প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

যক্ষ্মা চিকিৎসার লক্ষ্যগুলো হলো: ক) যক্ষ্মা রোগীর নিরাময়, খ) সক্রিয় যক্ষ্মা এর প্রভাবজনিত মৃত্যু রোধ, গ) যক্ষ্মা এর পুনরাক্রমণ রোধ, ঘ) অন্যের মধ্যে যক্ষ্মা এর সংক্রমণ হ্রাস এবং ঙ) অর্জিত ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স এর বিকাশ রোধ।

কার্যকর যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রাথমিক নীতিগুলো হলো: ক) বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া হ্রাস করতে ঔষধগুলোর উপযুক্ত সংমিশ্রণ, খ) ঔষধগুলো প্রয়োজনীয় সময়কালের জন্য দেওয়া এবং গ) ঔষধগুলো চিকিৎসার প্রভাব অর্জনের জন্য সঠিক মাত্রায় দেওয়া।[২৩]

৪.খ. অভিবাসী কর্মীদের জন্য যক্ষ্মা পরীক্ষা

সকল গন্তব্য দেশের জন্য সম্ভাব্য বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের জন্য যক্ষ্মা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। অভিবাসী কর্মী হিসাবে বিদেশে যাওয়ার জন্য আবেদন করার প্রস্তুতি নেওয়ার আগে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং যক্ষ্মা হলে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা জরুরি।

৫. প্রবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু নীতি ও নির্দেশিকা

সরকার ২০০৮ সালে সম্ভাব্য বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার নীতি গ্রহণ করে।

নীতিটি কর্মীর বহির্মুখী প্রবাহকে ধরে রাখতে মেডিক্যাল টেস্টের মানের দিকে মনোনিবেশ করে।

নীতিটি আরো অর্থবহ করার লক্ষ্যে কাউন্সেলিং, যত্ন, চিকিৎসা এবং গোপনীয়তার বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও কাজ করা যেতে পারে।

নীতিমালার অধীনে, ভবিষ্যতে অভিবাসীদের জন্য তাদের স্বাস্থ্য প্রোফাইল ডকুমেন্ট করা এবং বিশেষত যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি/এইডস-এর মতো সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে ফলোআপ পরিষেবার ব্যবস্থা করার বিধানগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে, যা অভিবাসী কর্মীদের জন্য খুব সহায়ক হবে।[২৪]

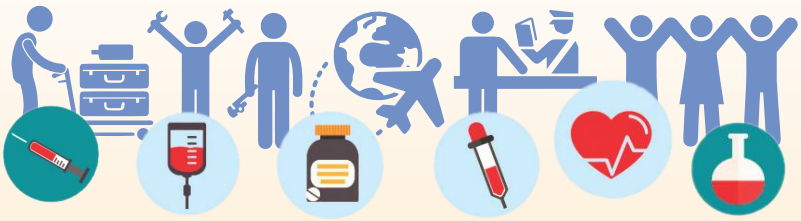

তথ্যসূত্র:

১. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b

২. https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=hepatitis_b_surface_antigen

৩. https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=hepatitis_b_surface_antigen

৪ https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/

৫. https://www.cdc.gov/tb/topic/testing/tbtesttypes.htm

৬. https://www.nhs.uk/conditions/hiv-and-aids/

৭. https://www.cdc.gov/hiv/basics/hiv-testing/test-types.html

৮. https://www.1mg.com/labs/test/treponema-pallidum-hemagglutination-1957

৯. https://www.apollohospitals.com/patient-care/health-and-lifestyle/understanding-investigations/vdrl-test

১০. https://www.1mg.com/labs/test/treponema-pallidum-hemagglutination-1957

১১. https://www.nhs.uk/conditions/x-ray/

১২. https://www.healthline.com/health/bilirubin-blood

১৩. https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/doing-a-pregnancy-test/

১৪. https://www.researchgate.net/publication/303177031_Epidemiology_of_Hepatitis_B_virus_and_syphilis_of_immigrant_workers_of_Bangladesh

১৫. বাংলাদেশি সাধারণ জনগণের মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের মহামারী: মাহতাব এম.এ., রহমান এস., করিম এম.এফ., খান এম., ফস্টার জি., সোলায়মান এস., আফরোজ এস., https://europepmc.org/article/med/19073404

১৬. বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি এর এপিডেমিওলজি: সাধারণ জনসংখ্যা, ঝুঁকি গ্রুপ এবং জিনোটাইপ ডিস্ট্রিবিউশন, মোঃ হাসান উজ-জামান, আয়েশা রহমান, এবং মাহমুদা ইয়াসমিন, https://www.preprints.org/manuscript/201809.0092/v1

১৭. https://www.researchgate.net/publication/323676242_Health_Status_of_Bangladeshi_Migrant_Workers

১৮. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b

১৯. https://www.nhs.uk/conditions/hepatitis-b/treatment/

২০. https://www.hepb.org/prevention-and-diagnosis/prevention-tips/

২১. http://www.endtb.org/bangladesh

২২. টিউবারকুলোসিস: বাংলাদেশের একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা, অনুজা কুমারী, https://borgenproject.org/tuberculosis-health-problem-bangladesh/

২৩. https://www.ntp.gov.bd/ntp_dashboard/magazines_image/National%20Guide%20Lines-TB%205th%20Ed%20(1).pdf

২৪. https://probashi.gov.bd/sites/default/files/files/probashi.portal.gov.bd/policies/6e482f9d_6bfe_42f3_881a_307283cc8ab7/Proggapon%20on%20migration%20health%20exam%20policy%202008%20amendment%20FINAL.pdf

অভিবাসী কর্মীদের মেডিকেল পরীক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা : জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭৩০৬৬৬৯৩৬

কুমিল্লা : জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ
বাগিচাগাঁও
কুমিল্লা-৩৫০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১৩০৮৬৩৩০

info@mrc-bangladesh.org
www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh
mrc_bangladesh

সহযোগিতায়

European Union

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Federal Department of Justice and Police FDJP
State Secretariat for Migration SEM

বাস্তবায়নে

ICMPD
International Centre for Migration Policy Development